ফেসবুকের নীল দুনিয়ায় গ্রন্থাগার হারিয়ে যাচ্ছে

১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরি এ্যাক্ট পাশ হয়। যদিও সেই আইন পাশ করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভিজাত ও রক্ষণশীল সদস্যগনের অনেকে শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরীর কাজে রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তারপরেও আইনটি পাশ হয়ে যায়। ওই আইন পাশের পর ১৮৫৪ সালে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫টি গণগ্রন্থাগার। এগুলো হলো যশোর, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল ও হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। যেসময় এসব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয় সেসময়ও কলকাতা বিশ^বিদ্যালয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়নি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্কম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ইংল্যান্ডের কুম্ব্রিয়া অঞ্চলের আটটি গ্রামে একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ক্রিয়াশীল অবস্থায় রয়েছে। জর্জমুর নামক একজন সমাজসেবী ব্যবসায়ী ভালো ভালো সাহিত্যকর্মকে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই প্রকল্পর সৃষ্টি করেন। আমাদের দেশে বিশ^সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত ত্রিশ বছর ধরে। তিনি অনুভব করেছেন যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন আলোকিত মানুষ। ১৯৭৮ সালে তিনি বিশ^সাহিত্য কেন্দ্র ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

২৩ বছর বয়সের আসাদের বাড়ি জামালপুর জেলার সরিষা বাড়িতে। পড়াশোনার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এলাকায় বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে ২০১৮ সালে ২০টি বই নিয়ে একটি পাঠাগার চালু করেন। তার পাঠাগারে দুই হাজারের বেশী বই এখন। আসাদ আশপাশের গ্রামগুলোর যুবকদের বই পড়ার অভ্যাস গড়াতে নিজে সাইকেল চালিয়ে বড়ি বাড়ি গিয়ে বই দিয়ে আসেন। আগের দেয়া বই নিয়ে আসেন। এলাকার কতশত জন এখন তার পাঠাগারে বসে জ্ঞান অর্জন করছে। পাঠাগারটির একটি ফেসবুক গ্রুফ আছে। সেখানে আছে বইয়ের তালিকা। গ্রুপের সদস্যরা গ্রুপে লেখকের ও বইয়ের নাম জানালেই আসাদ সাইকেল চালিয়ে বই পৌছে দেন। দিনমজুর বাবার সবচেয়ে ছোট ছেলে আসাদ এই পাঠাগার নির্মাণ করে আকাশ হয়ে গেছেন। কেউ তাকে আর ছুঁতে পারেনা।

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পলান

কোন রাজনীতি ছিল না। এখন রাজনীতি জায়গা করেছে লাইব্রেরিতে।

মেহেরপুর জেলা শহরে আলেয়া কামেল মাদ্রসা লাইব্রেরি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, সেটি মূলত লাইব্রেরি নয়, কক্ষের এককোণে আলমারিতে কিছু বই রাখা। শিক্ষার্থীরা বলছে, সেটিই নাকি তাদের লাইব্রেরি। শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন ধারণাই নেই।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবনকে বুকে নিয়ে। সেই ভবনে কাগজ কলমে ২৯শ বইয়ে ভরা গ্রন্থাগার। তিনবছর আগে পাওয়া বই এখনও প্যাকেট বন্দি হয়ে। গ্রন্থাগারে এসএসসি পরীক্ষার কাগজপত্রসহ, স্কুলের পুরাতন খাতা ও অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। অনেকটা স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে গ্রন্থাগারটি। করোনাকালীন সময় থেকে কোনদিন গ্রন্থাগার খোলা হয়নি। বইগুলো রয়েছে দুরাবস্থায়। দির্ঘবছর লাইব্রেরিয়ান পদটি শূন্য। বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মোসস্তাফিজুর রহমান ও ইংরেজি শিক্ষক বাসাদ আলী মর্নিং ও ডে শিপটে লাইব্রেরিয়ানের দায়ীত্বে আছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিমুখো হন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, স্কুলের গ্রন্থাগার নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আছে। প্রতিবছর ভর্তির সময় তাদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফি নেয়া হয়। কিন্তু তাদের বই নিতে হলে আবেদন করে বই নিতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিনই গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে। দশম শ্রেনির এক শিক্ষার্থী জানান- বই পড়ার মাধ্যমে, তারা নিজেদেরকে নতুন জিনিস, নতুন তথ্য, সমস্যার সমাধান করার নতুন উপায় অর্জনের মাধ্যমগুলো খুঁজে পায়। কিন্তু কোনদিন লাইব্রেরি খোলা হয় না। বেশ কয়েখজন শিক্ষার্থী জানান- গ্রন্থাগার নিয়ে কথা বললে স্যারেরা পরে বকা দেবেন। শিক্ষার্থীরা স্বীকার করেন গ্রন্থাকার কোনদিনই খোলা থাকেনা।

মর্নিং শিফটের লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকা ধর্ম শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সরেজমিনে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই প্রদানের রেজিস্ট্রারে গত তিন বছরে কোন শিক্ষার্থীর নামে বই ইস্যু করা দেখা যায়নি। দেখা যায় বইয়ের আলমারির পাশে এসএসমি পরীক্ষার বস্থাবন্দি খাতা, স্কুলের পুরাতন রেজিস্টারসহ অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। একটি চৌকিও দেখা যায়। ওই চৌকিতে কম্পিউটারের পিন্টারসহ বিভিন্ন সামগ্রি। মোস্তাফিজুর জানান- পাঠ্যভাস কর্মসূচির ৪৮৪টি মিলে মোট বই রয়েছে ২৮৮৪টি। এই করোনাকালীন সময়

থেকে কোন ছাত্র গ্রন্থাগারমুখো হয়নি। নাম প্রকাশে একজন শিক্ষক জানান- সপ্তাহে একদিন ভ্রাম্যমান বই লাইব্রেরি আসে স্কুলে। কোন শিক্ষার্থী ওই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি থেকেও বই পড়েনা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শরিফুল ইসলাম জানান- আমরা নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করার জন্য আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করি। শিক্ষকদের প্রতি রাস্ট্রিয় নির্দেশ রয়েছে কোন শিক্ষার্থীর সাথে উচ্চস্বরেও কথা বলা যাবেনা। ফলে শিক্ষার্থীদের শাসনের মধ্যে আনা যায় না। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাস গড়ে তোলাসহ শিক্ষকদের অনেক নির্দেশই উপেক্ষিত থেকে যায়।

মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিনের বয়ানে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমে আর বই রাখার আলমারি শোভা পায় না। লাইব্রেরির চেয়ারে বসে বই পড়ার দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অবসর সময় ঢুকে গেছে ফেসবুকের নীল দুনিয়ায়, টুইটারের কলরবে ইনস্টাগ্রাম নামক অনলাইনে। আমাদের মনের মগজ দখল করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস।

আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হবার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক এলিয়েট জাকার বার্গের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমটি এখন বিশে^র কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল দুনিয়া মাধ্যমগুলো।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও যুগান্তর প্রতিনিধি